

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

-ঃ কর্তৃপক্ষের ৮৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী :-

সভাপতি : মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি (অবঃ), উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।

তারিখ : ৩১/০১/২০০৭।

সময় : সকাল ১০:০০ টা।

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, সেতু ভবন, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-‘ক’।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে যমুনা বহুমুখী সেতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি নির্মিত অবকাঠামোসমূহের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন। অতঃপর সভাপতির সম্মতিক্রমে কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সচিব সংক্ষেপে যবসেক-এর পরিচয়, কার্যক্রম ও অংগতি তুলে ধরেন। অতঃপর বোর্ড-এর সদস্য-সচিব নির্বাহী পরিচালক, যবসেক খান এম ইব্রাহীম হোসেন সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন।

যবসেক-এর নির্বাহী পরিচালক এবং বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন আলোচ্যসূচী মোতাবেক বিস্তারিত কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। প্রথমে তিনি ৮৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী উল্লেখ করে সকলের মতামত রাখার অনুরোধ করেন। গত ৩০/০৬/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (যবসেক) এর ৮৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৮৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অংগতি অবহিতকরণ।

নির্বাহী পরিচালক গত ২৫.০৬.২০০৬ তারিখ অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৬ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহ বিস্তারিতভাবে সভায় উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনাতে উক্ত সভার আলোচ্যসূচী-৪ এর অংগতি কলামে “সরকারী ত্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন ইহণ সাপেক্ষে” এর ছলে “সরকারী ত্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির অনুমোদন ক্রমে” এবং আলোচ্যসূচি-বিবিধ’র সিদ্ধান্ত কলামের খ অনুচ্ছেদে “প্রতি তিন মাস অন্তর” এর ছলে “তিন মাসের মধ্যে নূন্যতম পক্ষে একবার” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে সভা একমত পোষণ করে।

২.২। আলোচ্যসূচি-২ (খ) এ উল্লেখিত পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ আইন প্রণয়নের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, এতদসংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে তা ৮ম জাতীয় সংসদ চলাকালীন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হলেও তা মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ায় জরুরী প্রয়োজনে ordinance করে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে বলে সভায় উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

dc

সিদ্ধান্ত :

৮ম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ায় পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে “বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ আইন” প্রণয়নের বিষয়ে Ordinance করে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা লক্ষ্যে যবসেক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-৩: পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি অবহিতকরণ।

যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, এ প্রকল্প বাস্ত বায়নের পদক্ষেপ হিসেবে ইতিপূর্বে বিস্তারিত সমীক্ষার পরিচালনা করা হয়েছে এবং উক্ত সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী Resettlement Action Plan (RAP), Environmental Management Plan (EMP) এবং Land Acquisition Plan (LAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ৩০/৬/০৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত Project Evaluation Committee (PEC) সভায় প্রকল্পটি নীতিগতভাবে অনুমোদনের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। উক্ত সভার সুপারিশ মোতাবেক ৮৫৮৭.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত Development Project Proposal (DPP) প্রণয়ন করে গত ১৯/১০/২০০৫ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি তা একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। ফলশ্রূতিতে মুসিগঞ্জ জেলা প্রসাসকের দঙ্গে হতে প্রাপ্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রায় ৫০ বিঘা জমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা অর্থাৎ ২৭/১১/২০০৬ তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। পদ্মা সেতু নির্মাণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে DPP-টি জরুরী ভিত্তিতে অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।

৩.২। এ বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব সভা-কে অবহিত করেন যে, পদ্মা সেতুর বিস্তারিত নক্সা (Detailed Design) প্রণয়নের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে যবসেক কর্তৃক প্রচীন ২০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সম্বলিত Technical Assistance Project Proposal (TPP) গত ১০/১১/২০০৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি পদ্মা সেতু প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক দ্রুত নীতিগতভাবে অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন বলে অতিমত ব্যক্ত করেন।

৩.৩। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ERD)’র অতিরিক্ত সচিব সভায় জানান যে, পদ্মা সেতু নির্মাণে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তাদের ২০০৯ সালের lending Programme এ ৩০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে সংস্থান রেখেছে। অন্যদিকে বিস্তারিত নক্সা প্রণয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২০০৭ সালের Lending Programme এ ২৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সংস্থান রেখেছে। পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত এ সংক্রান্ত Technical Assistance Project Proposal (TPP) অনুমোদনের পর ঝণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে বলে তিনি সভায় জানান। তিনি TPP-টি দ্রুত অনুমোদনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৩.৪। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের DPP একনেক কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করবে। একই সংগে Detailed Design Study বিষয়ক TPP অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

১০

আলোচ্যসূচি-৪: যমুনা সেতুতে সৃষ্টি ফাটলের উপর গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি অবহিতকরণ।

যমুনা বহুমূল্যী সেতুতে সৃষ্টি ফাটলসমূহ (**Cracks**) সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি গত ১২/০৬/২০০৬ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং গত ২৭/১২/২০০৬ তারিখে কমিটির আহবায়ক ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে মন্ত্রণালয়, যবসেক এবং BUET-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-প্রকৌশলীগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। কমিটির সুপারিশ মোতাবেক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ :-

- ◆ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, বেতার এবং টেলিভিশনে গণবিজ্ঞপ্তিসহ ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গত ২১/০১/০৭ তারিখ হতে অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহনসমূহকে সেতু পারাপার করতে দেয়া হচ্ছে না, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।
- ◆ সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় ২০ কি.মি. এ নামানো হয়েছে। ইঞ্জিন বগির সংগে ১টি খালি বগি লাগিয়ে ভর নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।
- ◆ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান **Hyundai**-কে দিয়ে পরীক্ষা করা এবং তার প্রতিবেদন (তারিখ ২৫/০৯/২০০৬) সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে **Design deficiency** এর জন্য ফাটল হয়েছে একথা অস্থীকার করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।
- ◆ **Expansion joint** (দু'টি Segment এর মাঝখানে) মেরামতের জন্য **O&M Operator, Marga Net One Ltd. (MNOL)**-কে তাগিদ দেয়া অব্যাহত রয়েছে।
- ◆ যমুনা সেতুতে সৃষ্টি ফাটলের উপর মতামত প্রদানের লক্ষ্যে যমুনা সেতুর পরামর্শক সংস্থা **RPT-NEDECO-BCL** এর ডিজাইন প্রকৌশলী **Mr.J.M Barr** এর ফি বাবদ ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) পাউন্ড এর প্রত্বাব যবসেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। **Mr. J. M Barr** ফেব্রুয়ারী ২০০৭ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সফর করবেন বলে নির্বাহী পরিচালক সভাকে অবহিত করেন।

৪.২। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় জানান যে, যমুনা সেতুতে সৃষ্টি ফাটল সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির মতে **Design Deficiency** এর কারণে ফাটল হয়েছে। অন্যদিকে নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান **Hyundai** উক্ত মতামতের সাথে একমত নয়। এ কারণে তৃতীয় কোন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের বিষয়ে ইতোমধ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ২৭/১২/২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় ফাটল সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির আহবায়ক ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী তার অনুসন্ধান দলের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং মন্ত্রণালয় ও যবসেক এর কর্মকর্তা বৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

৪.৩। যমুনা সেতুতে সৃষ্টি ফাটল মেরামতের বিষয়ে যবসেক-এর প্রধান প্রকৌশলী সভায় জানান যে, ফাটল সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ফাটল মেরামতের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নাই। এ কারণে ডিজাইন প্রকৌশলী **Mr.J.M Barr** এর মতামতের ভিত্তিতে সৃষ্টি ফাটলসমূহ মেরামতের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪.৪। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ ডিজাইন প্রকৌশলীর আগমনের অপেক্ষায় না থেকে দ্রুত ফাটলসমূহ মেরামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রেক্ষিতে সভার সভাপতি ফাটল সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির সভাপতি ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরীর পরামর্শ নিয়ে দ্রুত ফাটলসমূহ মেরামতের কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দেন। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

১০

৪.৫। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতুতে সৃষ্টি ফাটল সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির সভাপতি ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরীর সাথে পরামর্শক্রমে ফাটলসমূহ দ্রুত মেরামতের বিষয়ে বিধিমতে যবসেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-৫ : “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের মোটর যান এবং নৌযান অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা” এবং “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার, কম্পিউটারের যত্নাংশ, এসি, ফ্যান, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/যত্নাংশ, স্টেশনারী, আসবাবপত্র ইত্যাদি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা” অনুমোদন।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১১/০৫/১৯৯৯ তারিখে জারীকৃত “মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহার আওতাধীন দণ্ড/সংযুক্ত দণ্ড/পরিদণ্ডের মোটরযান, নৌযান ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি” সংক্রান্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৭ অনুসরণ করে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের মোটর যান এবং নৌযান অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তিকরণ” এবং “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার, কম্পিউটারের যত্নাংশ, এসি, ফ্যান, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/যত্নাংশ, স্টেশনারী, আসবাবপত্র ইত্যাদি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি” সংক্রান্ত দু’টি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫.২। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। যবসেক কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৫.১ পিপিআর-২০০৩ এর আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং নীতিমালা দু’টি প্রনয়নের ক্ষেত্রে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ও অনুসৃত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না এবং বিষয়টির সাথে আর্থিক বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকায় অর্থ বিধির কোন ব্যত্যয় হচ্ছে কি-না তা নিশ্চিতকরণে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় এর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন গ্রহণক্রমে মন্ত্রণালয় হতে প্রজ্ঞাপন আকারে জারীর জন্য প্রক্রিয়া করা যেতে পারে।

৫.৩। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের মোটর যান এবং নৌযান অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তিকরণ” এবং “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার, কম্পিউটারের যত্নাংশ, এসি, ফ্যান, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি/যত্নাংশ, স্টেশনারী, আসবাবপত্র ইত্যাদি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি” সংক্রান্ত নীতিমালা দু’টি অর্থ বিভাগ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আনুষ্ঠানিক সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রজ্ঞাপন আকারে জারীর জন্য যবসেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-৬ : যমুনা সেতুর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের যানবাহন বিনা টোলে সেতু পারাপার প্রসঙ্গে।

যমুনা সেতুর সার্বিক নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের টহল যানবাহনসমূহ বিনা টোলে সেতু পারাপারের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, উক্ত ব্রিগেড সার্বক্ষণিক স্থল, জল ও নৌপথে

১০

সেতুর নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত। নিরাপত্তার কাজে ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের টহল গাড়ী সেতুর উপর দিয়ে প্রতি দু'ঘন্টায় একবার করে দু'দিক থেকে মোট ২৪টি আসা-যাওয়া করে থাকে। এ বিষয়ে গত ২৫/০৯/২০০৬ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সেতু কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও মাননীয় যোগাযোগ সভার সদয় অনুমোদনক্রমে বিনা টোলে গাড়ী পারাপার এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা সেতু কর্তৃপক্ষের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে সভায় উপস্থিতি প্রতিনিধিগণ ২৫/০৯/২০০৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর তা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৬.২। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা সেতুর সার্বিক নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের টহল যানবাহনসমূহ বিনা টোলে সেতু পারাপারের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর যবসেক তা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে পারে।

আলোচ্যসূচি-৭ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর 'সেতু ভবন' এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা ভাড়ার বিনিময়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) এর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করার অন্তর্ভুক্ত।

সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর 'সেতু ভবন' এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর বর্তমানে উক্ত ফ্লোর দু'টি খালি অবস্থায় আছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) যবসেক-এর সদর দপ্তর 'সেতু ভবন' এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা ভাড়ার বিনিময়ে তাদের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এ বিষয়ে সভা করে বিটিআরসিকে ভাড়ার বিনিময়ে কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পদ্মা সেতুর Detail Design শুরু হতে প্রায় দেড় বছর থেকে দুই বছর সময় লাগবে। জরুরী ভিত্তিতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা কখনও প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী সংস্থার সংগে শর্তাদ্বীনে ভাড়া প্রদানের চুক্তি করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের ২য় তলা ব্যবহার করা যাবে। ইতোপূর্বে ভবনের দ্বিতীয় তলা ডিটিসিবি-কে ভাড়া দেয়া হয়েছিল। উক্ত সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার ভাড়ার সংগে সঙ্গতি রেখে সেতু ভবনের ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-কে ভাড়া দেয়ার যেতে পারে বলে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিতি সদস্যবৃন্দ ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে PWD rate অনুসরন এবং তার তুলনায় ভাড়া যাতে কম না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারূপ করে মতামত ব্যক্ত করেন।

৭.২। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর 'সেতু ভবন' এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার ভাড়া পিডব্লিউডি'র নির্ধারিত ভাড়ার হার অনুসরন যাতে করে PWD rate এর তুলনায় ভাড়া কম না হয় এবং ভবন খালি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ২(দুই) মাসের নোটিস নির্ধারণ করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)-কে ভাড়া দেয়ার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮০

আলোচ্যসূচি-৮ : যবসেকের মালিকানাধীন জলাশয়/পুকুর, পতিত জমি ইত্যাদি ইজারা/লীজ প্রদান এবং
নির্বাহী পরিচালককে এতদসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা সেতু নির্মাণের কিছু পতিত জমি, জলাশয়, বারোপিট, পুকুর, স্থাপনা ইত্যাদি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। উক্ত ছেট-খাট বিষয়সমূহ ইজারা দেয়ার লক্ষ্যে সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রায়শঃ প্রত্নাব প্রেরণ করতে হয়। ফলে ইজারা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ হয় এবং সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত ইজারা/লীজ চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। এতে যবসেক তথা সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পুকুর/জলাশয়/ বারোপিট/স্থাপনা ইত্যাদি ইজারা/লীজ দিয়ে থাকে এবং এতদসংক্রান্ত তাদের নিজস্ব নীতিমালাও রয়েছে। অনুরূপভাবে যবসেক-এর নিয়ন্ত্রণাধীন পুকুর/জলাশয়/বারোপিট/স্থাপনা ইত্যাদি ইজারা/লীজ দেয়ার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। নীতিমালাটি প্রণয়ন করে চূড়ান্ত করতে আরো কিছু দিন সময় লাগবে। তৎপূর্বে ইজারা/লীজ প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালককে ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

৮.২। তাছাড়া নির্বাহী পরিচালক পূর্ব হার্ড পয়েন্ট এলাকার অব্যবহৃত ২৯.১৪৯৭ হেক্টর (৭২ একর) জমি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগর্ছ এবং ভোগদখলকৃত ব্যক্তিদের নিকট ইজারা/লীজ প্রদান, পূর্ব পুনর্বাসন এলাকায় ৪নং বুকে ১৮.২১৮৬ হেক্টর (৪৫ একর) জমি প্লটে রূপান্তর করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্লট প্রদান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জকে কম-বেশী ৩৯.৭৫৩৫ হেক্টর (৯৮.১৯ একর) জমি ইজারা/লীজ প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যথাযথ নিয়ম অনুযায়ী বোর্ডের অনুমোদন নেয়ার বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর মানবাধিকার এন্ড সার্ট রিসার্চ সেন্টার এর অনুকূলে কম-বেশী ২০.২৪২৯ হেক্টর (৫০ একর) জলাশয়/জমি ইজারা প্রদান এবং ইউসান ফার্মাসিটিক্যালস লিঃ-এর অনুকূলে ০.৩৮০৫ হেক্টর (৯৪ শতাংশ) জমি লীজ প্রদানের সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করার বিষয়েও সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

৮.৩। বিস্তারিত আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

- (ক) যবসেক যমুনা সেতু এলাকায় অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্চেদ অভিযান পরিচালনা করবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে সেতু এলাকার ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের সহযোগিতা নিতে পারবে।
- (খ) যবসেক ইতোমধ্যে লীজ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (১) ইউসান ফার্মাসিটিক্যালস লিঃ ও (২) বাংলাদেশ সোসাইটি ফর মানবাধিকার এন্ড সার্ট রিসার্চ সেন্টার এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করবে।
- (গ) যবসেক'এর আওতাভুক্ত জমি, পুকুর, জলাশয়, বারোপিট, স্থাপনা ইত্যাদি ইজারা/লীজ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাটি প্রণয়নপূর্বক বোর্ড সভায় পেশ করবে এবং বোর্ডের সুপারিশমতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির প্রেরণ আকারে জারী করার পর উক্ত নীতিমালা অনুসরনে যবসেক কর্তৃপক্ষ লীজ প্রদানের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করতে পারে।

১৬

আলোচ্যসূচি-৯ : সোনার বাংলা সমাজ সংক্ষার সংস্থা (সোবাস) ও ভূয়াপুর ডেভেলপমেন্ট পরিষদ (বিডিপি)'র
সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির normal tenure period শেষ হওয়া পর্যন্ত চুক্তি বহাল রাখা।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যবসেকের মালিকানাধীন কট্টাষ্ট-৭, ভূয়াপুর চরগাবসারা সড়কের পার্শ্বে এবং পূর্ব পুনর্বাসন এলাকায় সোনার বাংলা সমাজ সংক্ষার সংস্থা (সোবাস)-কে ৪৭.৫২৬ হেক্টর এবং ভূয়াপুর ডেভেলপমেন্ট পরিষদ (বিডিপি)-কে ৭.৩২৮ হেক্টর আয়তনের মোট ৬৬টি পুরুর/বরৌপিট ইজারা/লীজ প্রদানের বিষয়ে গত ১৩/০৫/২০০১ তারিখে যবসেক এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিষয়টি সেতু কর্তৃপক্ষের ৭৫তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে উক্ত সভায় ৭(সাত) বছরের পরিবর্তে ৩ (তিনি) বছরের জন্য ইজারা প্রদান এবং মেয়াদাতে দরপত্রের মাধ্যমে নতুনভাবে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক যবসেক প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেও এনজিও দু'টি হতে সাড়া না পাওয়ায় বিষয়টি ২১/৭/২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে নতুন দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ইজারা প্রদান সম্পন্ন এবং নতুন প্রতিষ্ঠান নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত এনজিও দু'টির সাথে বিদ্যমান চুক্তির শর্ত মোতাবেক বহাল রাখা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে লীজ এর ৪ বছর পূর্তিতে যবসেক কর্তৃক ১২/০৫/২০০৫ তারিখ হতে ইজারা চুক্তি বাতিল করা হলে এনজিও দু'টি বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে স্থগিত আদেশ চেয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করে। রীটের প্রেক্ষিতে মহামান্য আদালত স্থগিত আদেশ জারী করেন। বিচারাধীন মামলাটি নিষ্পত্তিতে সময়ের প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনায় এনজিও দু'টির চুক্তির মেয়াদ normal tenure period পর্যন্ত তথা ১২/০৫/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত বহাল রাখার বিষয়টি অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৯.২। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
সিদ্ধান্ত :

সোনার বাংলা সমাজ সংক্ষার সংস্থা (সোবাস) ও ভূয়াপুর ডেভেলপমেন্ট পরিষদ (বিডিপি) এর সাথে যবসেক' এর স্বাক্ষরিত ইজারা চুক্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলাটি contest করতে হবে।

আলোচ্যসূচি বিবিধ-১ : যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিয়ম প্রসঙ্গে।

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করার লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, অন্যান্য বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি কিছু আইটেমের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বরাদ্দের তুলনায় বেশী হওয়ায় সেগুলো আর্থিক অনিয়ম ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। বিষয়টি ৮৪তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে উক্ত সভায় সরকারী আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে নিয়োজিত জনাব শহিদুল আলম (বর্তমান সচিব, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), জনাব বেনু গোপাল দে (সাবেক মুগ্ধ-সচিব, বর্তমানে তিনি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন) এবং জনাব বিকাশ চৌধুরী (সাবেক উপ-সচিব, বর্তমানে তিনি অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে আছেন) এর নিকট প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিপরীতে মতামত/জবাব চাওয়া হয়।

৫০

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, উক্ত ৩(তিনি) জন কর্মকর্তা তাঁদের জবাবে জানান যে বাংলাদেশে পুনর্বাসন প্রকল্প হিসেবে এটিই প্রথম প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালকগণ এ বিষয়ে পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে পারেননি। সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিজস্ব মেধা দিয়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করেছেন। তাই বিশাল এবং এরপুঁ একটি জটিল নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রকল্প পরিচালকদের কিছু ভুল আস্তি হয়ে যেতে পারে, যা ছিল তাঁদের সাধ্যের বাইরে এবং অনিচ্ছাকৃত। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ অনেক অনাহত সমস্যারও সম্মুখীন হয়েছেন এবং সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সময়মত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাই প্রকল্প পরিচালকদের ভুল আস্তিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত অনিয়ম এবং এ বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের জবাবের উপর বিস্তারিত বিবরণ Matrix আকারে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ইতোপূর্বে ৩(তিনি) জন প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে কমিটি কর্তৃক প্রণীত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্তব্যসহ বিস্তারিত বিবরণ (Matrix আকারে) পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-বিবিধ-২ : যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Incentive Bonus প্রদান প্রসঙ্গে।

যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Incentive Bonus প্রদানের বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ বর্তমানে যমুনা সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেতু এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র বাস্তবায়ন এবং মুসিগঞ্জের মুক্তারপুরে ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ পরিচালনা করছে। তাছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণের পূর্বপস্তিমূলক কাজও এ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চলছে। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ তার সকল ব্যয় নিজস্ব আয় হতে নির্বাহ করে থাকে। সরকার থেকে কোন অর্থ সেতু কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয় না। সেতু কর্তৃপক্ষের ধ্রুব আয়ের উৎস হচ্ছে যমুনা সেতু হতে টেল আদায়, রেলওয়ে, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিভাগ হতে ট্যারিফ আদায়। এ বাবদ ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১.৯২ কোটি টাকা আয় এবং ১৪৯.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, অর্থাৎ নীট মুনাফার পরিমাণ ৫২.৯২ কোটি টাকা।

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান যথাঃ তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিসি), বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ড্রাট্রিজ কর্পোরেশন, পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, বিমান বাংলাদেশসহ আরও অনেক কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রতি বৎসর ২/৩টি করে অতিরিক্ত Incentive Bonus পেয়ে থাকে। এ দিক বিবেচনা করে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারী কাজের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ/আগ্রহ বাড়ানোর স্বার্থে উল্লেখিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ন্যায় যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বছরে ৩(তিনি)টি অতিরিক্ত বোনাস (Incentive Bonus) প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ এ সংক্রান্ত প্রস্তাব যোগাযোগ মন্তব্যালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্তব্যালয়ে প্রেরণপূর্বক মতামত গ্রহণ করে তদনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত :

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহ বোনাস প্রদান (Incentive Bonus) সংক্রান্ত প্রস্তাব যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণপূর্বক মতামত গ্রহণ করে তদনুযায়ী বিষয়টি নিম্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ :/০২/২০০৭

২০০৭-১১২/০৭

মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ)
উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।

৩১ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বঙ্গুরী সেতু কর্তৃপক্ষের
৮৭তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১।	ঐ. মুহাম্মদ কুরআন মাসিদ	মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়		৫০০০ ৩৬২
২।	মিহমান সুফির পুরোজা প্রস্তাব মন্ত্রণালয়	ডাক্তান্ড মন্ত্রণালয়		৫২১১১১
৩।	প্রবন্ধ তন্ত্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়	মন্ত্রণালয় ৩ মন্ত্রণালয়		৩ গুগাঙ
৪।	ইকোন প্রকল্প মন্ত্রণালয়	মন্ত্রণালয়		৫২১১
৫।	১০০৬, ১০৮, বালু কুন্ড মন্ত্রণালয়	চিকিৎসা মন্ত্রণালয়, বিষয় মন্ত্রণালয়, পরিবহন মন্ত্রণালয়		৫০০০০০০
৬।	মন্ত্রণালয় এক কুটীর্য প্রকল্প মন্ত্রণালয় (প্রকল্প-২)	অম মিশন এফ স্ট্রাইল		৫০০০ ৩২০৭
৭।	শো: কামৰূপ বিল প্রকল্প মন্ত্রণালয় (প্রকল্প)	মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়	৮৮৮৮৮৯০	১/১/০৭
৮।	২০০০ মালুম পুরোজা মন্ত্রণালয় (প্রকল্প)	২	৫৫৫৫৫	৩/৩/০৮
৯।	১০০৬, ১০৮, বালু কুন্ড	২'		১/১/০৮
১০।	সেঁও অবস্থান মাটিন (চৌম্বকা প্রবন্ধ মন্ত্রণালয়) ও পার্কিং (কার্পারিং)	২	৮৮৮৮৮৯০	৫০০০০
১১।	শান এম ইকাইম রহান্দেন প্রিয়া পরিবেশক প্রকল্প (প্রকল্প)	চমুনা প্রকল্প মন্ত্রণালয় প্রোগ্রাম মন্ত্রণালয়	৮৮৮৮৮৭৬৪ ৮৮৮৮৮৪১	৩/৩/০৮ ৩৩১১